R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
**দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন**
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
**হকিন্স প্রেসার কুকার**
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
**প্রভাত ষ্টোর**
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল। ২২শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

## পার্ক বিতর্কে ক্ষিপ্ত পুরপতি অহেতুক স্থানীয় পত্রিকাগুলিকে দোষারোপ করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ জানুয়ারী পুরসভায় জঙ্গিপুর বালির চরে প্রস্তাবিত পার্ক (সবুজ দ্বীপ) গড়ে তোলার ব্যাপারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জনমত যাচাই-এর উদ্দেশ্যে এক সভার আয়োজন করেন। সভায় পার্ক প্রকল্পের রচয়িতা হুগলী জেলা মৎস্য আধিকারিক হিমাংশু দে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কংগ্রেস ব্যতীত সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং শহরের কিছু বিশিষ্ট নাগরিক সভায় হাজির হন। ঐ দিনের সভাপতি পুরপতি স্বয়ং প্রস্তাবিত পার্ক সম্বন্ধে প্রথমে বিস্তারিত বিবরণ দেন। বক্তব্যের শুরুতেই পুরপতি পার্ক সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসনের চেষ্টা করেন। পার্ক প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ১০০ টাকা বলে তিনি ঘোষণা করেন। যদিও এর পূর্বে জঙ্গিপুর সংবাদ-সহ স্থানীয় পত্রিকাগুলি এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫ কোটী টাকা বলে সংবাদ প্রকাশ করায় মৃগাঙ্কবাবু এর বিরুদ্ধে অহেতুক তীব্র বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচ হিসাবে স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে ১৮ লক্ষ টাকা বলে প্রকাশ পায়। ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## গঙ্গাভাঙ্গন রোধে কেন্দ্রের ৯০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত সেপ্টেম্বরে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন প্রধান মন্ত্রী দেবগৌড়া। তিনি সেই সময়ই গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে নতুন এক প্লানিং কমিটি গঠনে প্রতিশ্রুতি দেন। বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় জল কমিশনের বন্যা বিভাগের সদস্য জি আর কেশকারের নেতৃত্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ভাঙ্গন রোধ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মালদা ও মুর্শিদাবাদ এসে গঙ্গা ভাঙ্গনের গতিপ্রকৃতি সরজমিনে পরিদর্শন করেন। তাঁরা একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার জন্য ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ের রিপোর্ট গত ৩১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি মালদার ভুতনী, মানিকচক, পঞ্চানন্দপুর এবং মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, নয়নসুখ থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত, জঙ্গিপুর ব্যারেজ থেকে ফাদিলপুর, ময়া থেকে আখেরিগঞ্জ, জলঙ্গী বাজার অঞ্চলে গঙ্গার পার বাঁধানো ও স্পার নির্মাণের প্রস্তাব রাখেন। ঐ পরিকল্পনার কাজকর্মের তদারকি করবেন ফরাক্কা ব্যারেজ ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে বলে ঠিক হয়।

## গাড়ী চাপা পড়ে এন ভি এফের মৃত্যু হোমগার্ড জখম

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৭ জানুয়ারী রাতে এই থানার সরকারী কৃষি ফার্মের কাছে জাতীয় সড়কের উপর চলন্ত লরির তলায় চাপা পড়ে এন ভি এফ মহাদেব দাস ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর শরীর পিষে দিয়ে লরিটি চলে যায়। অপরজন হোমগার্ড অরুণচন্দ্র দাস গুরুতর জখম হন। তাঁর একটি পা বাদ দিতে হয়েছে বলে খবর। অরুণ বর্তমানে বহরমপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর ওরা দুজন কাষ্টমসের আটক করা একটা গাড়ী পাহাড়া দিচ্ছিল। ঐ সময় বহরমপুরগামী একটি লরি তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়।

## পার্ক প্রসঙ্গে বি জে পি দ্বিধাবিভক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর চরে পার্কের বিরুদ্ধে বি জে পি নেতা চিত্ত মুখার্জীর আন্দোলনে জঙ্গিপুর পৌর মন্ডলের সম্পাদক হরিরঞ্জন সরকার, সভাপতি ভবানীপ্রসাদ মন্ডল ও পৌর মন্ডল থেকে জেলা কমিটিতে নির্বাচিত সদস্য দেবব্রত সাধুর কোন সমর্থন নাই বলে দলীয়সূত্রে খবর। ২১ জনের পৌর মন্ডলীতে যে কমিটি আছে তার মধ্যে বাকী ১৮ জন সদস্য চিত্তবাবুকে সমর্থন করছেন। তবে বিজেপির জেলা কমিটির পার্কের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নির্দেশ থাকলেও ১৬ জানুয়ারী পৌরসভায় চরে পার্ক নির্মাণ প্রসঙ্গে জনমত যাচাই এর প্রশ্নে বিজেপির পক্ষে দেবব্রত সাধু পার্কের সপক্ষে মত প্রকাশ করলে সকলে বিস্মিত হন। অথচ ঠিক তার আগের দিন চিত্তবাবু পার্কের বিরুদ্ধে পৌরসভার গেটে এক পথসভায় পুরপতির উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে কটুক্তি করেন। জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারে দেবব্রতবাবুদের বিরুদ্ধে জেলা কমিটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর।

## পালস্ পোলিও টিকা অতিরিক্ত ডোজের কোটা পূরণ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ দেশব্যাপী পোলিও নিবারণের কর্মসূচী হিসাবে গত ১৮ জানুয়ারী বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমাতেও পাঁচ বছরের কম শিশুদের পালস পোলিও খাওয়ানোর কর্মসূচী পালিত হল। জঙ্গিপুর পুরসভায় ১৫টি কেন্দ্রে মহকুমা হাসপাতাল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের পরিচালনায় এই কর্মসূচী পালিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানের ৫টি কেন্দ্র হলো বালিঘাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুল, হেলথ অফিস ( পুরাতন হাসপাতাল ), (২য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
**সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।**
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

## ॥ নেতাজী প্রণাম ॥

আগামীকাল তেইশে জানুয়ারী—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের পরমলগ্ন। দেশের নানাস্থানে নানাভাবে এই দিনটিতে নেতাজীকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের আয়োজন করা হইয়াছে। ২৩শে জানুয়ারীকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে নেতাজীর মূর্তিস্থাপন, পদযাত্রা, আলোচনা-সভা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে লওয়া হইয়াছে। এই সব কর্মসূচী সরকারী ও বেসরকারী স্তরের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে এই দিন বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে গৃহস্থবাড়ীতে, ক্লাবে ইত্যাদি নানাস্থানে নেতাজীর জন্মমুহূর্তে এক মিনিট শঙ্খধ্বনি করার এবং সন্ধ্যায় সর্বত্র আলোকসজ্জা করিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এই ব্যবস্থাগ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, দূরদৃষ্টি, সংগ্রাম পরিচালনার বুদ্ধি, নির্ভীকতা প্রভৃতি গবেষণার বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই ইউরোপে থাকাকালীন তিনি ইহার সমূহ সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং এই পরিস্থিতিকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজে লাগাইবার জন্য তিনি আবেদন জানাইয়াছিলেন। এতখানি আন্তর্জাতিক সচেতনতা পৃথিবীর প্রখর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। দেশের তৃণমূল স্তরের মানুষ হইতে বিশাল ব্যক্তিত্ব—সকলের সঙ্গেই তাঁহার আত্মিক যোগ ছিল। পদের মোহ তাঁহার কোনদিনই ছিল না। ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষের তিনি নয়নমণি ছিলেন; কিন্তু তিনি কংগ্রেসে থাকিয়া যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতের স্বাধীনতালাভের আন্দোলনকে তিনি যেভাবে পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন অনেক কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ মানিয়া লইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা তাঁহার যথেষ্ট বিরোধিতা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহাদের সুগভীর চক্রান্ত বুঝিয়াই তিনি পদের মোহ ত্যাগ করেন; কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। আপসী রাজনীতি তিনি কোনদিনই মানিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়া কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া স্বতন্ত্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামের নূতন পথে অবতীর্ণ হন।

বড় দুঃখ-বেদনায় সুভাষচন্দ্র দেশকে স্বাধীন করিবার প্রয়াসে যেভাবে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ১৯৪১ সালে ভারতত্যাগ করেন এবং ১৯৪৩ সালে জার্মানী হইতে শত্রু-পক্ষ অধ্যুষিত উত্তরসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারতমহাসাগর অতিক্রম করিয়া জার্মান সাবমেরিণে মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকট পৌঁছায় ও তথা হইতে জাপানী সাবমেরিণে করিয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন, তাহা চিরকালের বিস্ময়। অতঃপর তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে কোহিমা-মণিপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধ। পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় তাঁহাকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া কোনও অজ্ঞাতস্থানের উদ্দেশে রওনা হইতে হয়। অদ্যাবধি তাঁহার সন্ধান অজ্ঞাত। ১৯৪৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিনে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দা'ঠাকুর) রচিত পদ্যবন্ধ কবিতা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পদ্যের ৩২টি দলে ৩২ পংক্তির কবিতা।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকারী স্তরে নেতাজীর সম্পর্কে তদন্ত যথাযথ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হইয়াও তাঁহাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন খেতাব দেওয়ার সরকারী প্রয়াস জনবিরোধিতায় ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে নেতাজীর সম্বন্ধে তদন্ত করার পূর্ণ সহযোগিতা সরকারের পক্ষ হইতে তেমন মিলে নাই।

এই রহস্য কবে উদ্‌ঘাটিত হইবে জানা নাই। তবু নেতাজী ভারতবাসীর মনে অক্ষয় শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়া আছেন ও থাকিবেন। তাঁহার জন্মশতবর্ষের এই পুণ্যদিনে আমরা পত্রিকার পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রণাম জানাইতেছি।

### পালস পোলিও টিকা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বাজারপাড়া প্রাইমারী স্কুল, আইলের উপর প্রাইমারী স্কুল ও মহকুমা সদর হাসপাতাল। জঙ্গিপুরের কেন্দ্রগুলি হলো—টাউন ক্লাব, বরোজ, আঞ্জমিন শিশু শিক্ষানিকেতন ১নং ও ২নং কেন্দ্র, মহাবীরতলা সরস্বতী লাইব্রেরী, বাঁধের ধার প্রাইমারী স্কুল, জয়রামপুর শিশু-কল্যাণ বিদ্যালয়, ছোটকালিয়াই বেসিক স্কুল, ধনপতনগর প্রাইমারী স্কুল, সোনালী সংঘ ক্লাব (মহম্মদপুর), জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা। প্রত্যেক কেন্দ্রে ছিলেন হাসপাতাল কর্মী ২ জন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে ১ জন মোট ৩ জন। পরিদর্শক ছিলেন প্রতি ৫টি কেন্দ্র পিছু ১ জন। ডাঃ সামন্ত ও ডাঃ কেশরী ১৫টি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা সদর থেকে ডাঃ বেরাকে এখানে পাঠানো হয় সবকিছু দেখভাল করতে। কেন্দ্র খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। এবারের কোটা ছিল পুর এলাকায় ৮ হাজার ৮ শো ৪০ জন। পোলিও খাওয়ানো হয় ৭ হাজার ৯ শো ৫৫ জন শিশুকে। উল্লেখ্য গত ৭ ডিসেম্বর কোটা ছিল একই, কিন্তু পোলিও খাওয়ানো হয় মোট ৭ হাজার ২ শো ৫০ জনকে। গত বারের কোটা পূরণ কম হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় গোঁড়া মৌলভীদের অপপ্রচার। এবার সে কারণে প্রোগ্রামের আগের শুক্রবারে জুম্মার নামাজের সময় স্পর্শকাতর এলাকায় মৌলভীদের সহায়তা চাওয়া হয় এবং তা পাওয়াও যায়। ফলে এবারে কোটা প্রায় পূর্ণ হয়েছে বলে জানান টিমের প্রধান ডাঃ কেশরী। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে সবিশেষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন শ্রীমা শিল্প নিকেতন। মহকুমার অন্যান্য অংশে সাগরদীঘিতে কোটা পূরণ হয়েছে প্রায় একশো শতাংশ। ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, নিমতিতাতেও প্রায় কোটার পূর্ণ ভাগ পূরণ হয়েছে বলে খবর।

### ফরাক্কায় দোকান ঘরে আগুন

ফরাক্কা: গত ৬ জানুয়ারী গভীর রাতে এই থানার এনটিপিসি মোড়ে নিত্য সাহার মুদিখানার দোকানে আগুন লাগে। খবরে প্রকাশ ঐদিন সবাই যখন ঘুমে অচেতন ঠিক সেই সময়ে দোকানে আগুন লাগে। লোকজন জুটলেও দোকান ঘরের চাবি খুঁজে না পাওয়ায় কোন উদ্ধার কাজ করা যায়নি। দোকান ঘরের সাটার গেট ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। ঘরের উপর ছিল টিনের ছাউনি। আগুনের তাপে সে ছাউনি বেঁকে দুমড়ে যায়। দোকানে কেরোসীন তেল, নারিকেল তেল, সরিষার তেল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন লাগা মাত্র সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা বলে জানা যায়।

### প্রবীণ আইনজীবীর জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১৬ জানুয়ারী রাতে স্থানীয় বারের প্রবীণ আইনজীবী যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ৯১ বছর বয়সে তাঁর গোডাউন কলোনী বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। মৃত্যুর খবর পেয়ে আইনজীবীরা ১৭ জানুয়ারী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জঙ্গিপুর বারে এক শোক স্মরণসভা করেন।

# চিঠি

**অনুপ ঘোষাল**

চিঠি পেতে কার না ভাল লাগে! চিঠি পেলেই সুসংবাদ না দুঃসংবাদ—না জেনেই মনটা ফুরফুর করে ওঠে। অনেকেরই কর্মক্ষেত্র থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে প্রথম প্রশ্ন, চিঠিপত্র এসেছে কিছু! ছেলেবেলায় অ মাকে একটা চিঠি ধরিয়ে পি-ন বলেছিলেন, দিয়ে দিও। আর আমি অবিকল 'পথের পাঁচালি'-র অপুর মত চিঠি-চিঠি করে দৌড়ে এসে মার হাতে যখন দিলাম, উনি বললেন, 'পাশের বাড়ির গাজু সাহার চিঠি, দিয়ে এস.' চিঠিটা যে ফসকে গেল—এ জন্য এত কষ্ট হয়েছিল সেদিন, আজও মনে আছে।

চিঠি পেতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু লিখতে জানেন তেমন চিঠি কজন! এক কলমটির গল্পলেখক হিসাবে যত পরিচিতি এক দৈনিকে নিয়মিত চিঠি লেখার কল্যাণেও পত্রলেখক হিসাবে খ্যাতি কম নয়। আমি চিঠি লিখতে ভালবাসি। রোজ দু'চারটি চিঠি আসে, অপরিচিত পাঠকের চিঠি। সকলকে উত্তর দিই। চিঠি লিখতে ক্লান্তি নেই আমার। ছোট থেকেই চিঠি লিখতে ওস্তাদ! ছাত্রাবস্থায় বন্ধুদের হয়ে প্রেমপত্র লিখে হাত পাকিয়েছি। সে সব সম্পর্ক যখন পেকে যেত (মানে ছাদনাতলায় কড়া পাকের পর), তখন বন্ধুস্ত্রীরা অবাক হয়ে যেত, স্বামীর হাত থেকে তেমন রোমান্টিক চিঠি আর বেরুচ্ছে না কেন! বৌ বাপের বাড়ি গেলে সে সব বন্ধু আমার শরণাপন্ন হয়ে বলত, 'গিন্নীর দাবি—আগের মত চমকানো চিঠি চাই।' আমি বলতাম, লিখে দে—বিয়ে মানে প্রেমের মৃত্যু, বিয়ের পর রোম্যান্টিক চিঠি হয় না। যদিও বা সম্ভব দেখাশোনার বিয়েতে প্রথম মাস দুয়েক। লাভ ম্যারেজে নৈব নৈব চ। তখন চিঠির ভাষা, 'নরম রোদের মত তোমার স্মৃতির চাদর জড়িয়ে শীতের মাঝরাতে বসে থাকি একা'—থেকে 'জলদি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এস নইলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব' হয়ে যায়।

চিঠি লেখা একটা আর্ট। সে আর্ট রপ্ত করার জন্য আজকাল বইও বেরিয়েছে বিস্তর। লালগোলা প্যাসেঞ্জারের বই হকার ইংরেজি শিক্ষার চটি বই বিক্রির পর একখানা পেপার-ব্যাক বের করেন। হান্ড্রেড লেটার্স। হান্ড্রেড লেটার্স' ইন থার্টিজ্যাণ্ড পয়সে। দশ টাকা। শস্তা চিঠি, টাকায় দশটা। আজকালকার চাহিদামাফিক চিঠি। উইথ ডিউ রেসপেক্ট অসুস্থ হলে কীলিখে আরোগ্য কামনা করতে হবে নেই; হষ্টেলের চার্জ বেড়ে গেলে বাবাকে কেমন করে জানাতে পাওয়া যাবে না; চাকরির দরখাস্ত কিংবা জয়েনিং রিপোর্ট কী লিখে জমা দিতে হবে তার হিটেফোঁটাও আশা করা ভুল। আজকের দরকারি চিঠি সব। একশটি মুখস্থ করলেই নাকি কামাল!

প্রথম চিঠিগুলি শিক্ষাসংক্রান্ত। পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে আর এ হলে বোর্ডে কী জানাতে হবে, এবং হেডমাষ্টারকে তার কপি দিয়ে কী ভাষায় ধমকাতে হবে। কোন কেলেঙ্কারির জন্য রাষ্টিকেট হলে ছাত্রসংগঠনের নেতাকে কী বলে আবেদন করতে হবে রক্ষা পাবার জন্য। মাসের পর মাস অন্য জরুরি কাজে স্কুল কলেজে অ্যাবসেন্ট হলে কীভাবে কর্তৃপক্ষকে কনভিন্সড করতে হবে এ রকম কয়েকটি শিক্ষাসংক্রান্ত চিঠির মধ্যে আছে, কোন সহপাঠিনী হ্যাংলামির জন্য বিরক্তি প্রকাশ করলে কেমন মোলায়েম মুসাবিদায় সে কুমারী শরবিদ্ধ হবে অব্যর্থ।

ছাত্রের চিঠির পর জনগণের চিঠি। সাইকেল বা ঘড়ি চুরি গেলে কী লিখে থানায় ডায়রি করতে হবে। আর ঐ সব চুরির অভিযোগে নিজে ধরা পড়লে হাজতে বসেই কীভাবে জামিনের আবেদন লিখতে হবে। কেউ খুন করার হুমকি দিলে পুলিশকে প্রোটেকশান চাইতে হবে কীভাবে কিংবা খুন নিজে করে ফাঁসির হুকুম হলে রাষ্ট্রপতিকে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে হবে কী ভাষায়। প্রাণভিক্ষার আবেদন সাধারণত মঞ্জুর হয় না, অতএব ফাঁসির আদেশ বহাল থাকলে প্রেমিকার কাছ থেকে কী ভাষায় চিঠি লিখে চিরবিদায় নিতে হবে। সেখানে প্রিয়তমাকে কার হাতে সঁপে গেলেন সে ইঙ্গিতও দেয়া থাকবে। খুন এবং ফাঁসি সংক্রান্ত চিঠি পনেরোটা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মার্ডার করার পর বিভিন্ন ব্যবস্থা। খুন-খারাবি চারদিকে যেমন বেড়েছে, চিঠিগুলো খুব কাজে দেবে। খুন করুন আর খুন হোন—যে কোন পরিস্থিতিতে।

তারপর ব্যবসায়িক চিঠি। এলাকায় রাজনৈতিক দলের তোলার পরিমাণ দিনকে দিন বেড়ে যেতে থাকলে চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ কীভাবে করতে হবে। আন্তর্জাতিক চোরাচালানির লাইসেন্সের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষী অফিসারকে কীভাবে আবেদন করতে হবে। পরপারে চালানের মহৎ উদ্দেশে নিয়ে আসা গরুর পাল কোন ক্লাবটাব বাজেয়াপ্ত করলে থানাকে কুইক অ্যাকশান নেবার জন্য কী লিখতে হবে। আভযোগে সাসপেণ্ড হলে কীভাবে ওপর-অলাকে চমকে সাসপেনশানের অর্ডার উইথড্র করাতে হবে।

এরপর নাগরিক সমস্যাসংক্রান্ত চিঠি। বিনা টিকিটে রোজ রেলে যাতায়াতের জন্য চেকারকে কী ভাষায় লিখতে হবে। নির্দিষ্ট বাসে পকেটমারির লাইসেন্সের জন্য পুলিশ এবং বাসমালিককে কী আবেদন রাখতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার নেবার জন্য কাকে কীভাবে লিখতে হবে, কারণ সবাই জানেন হাসপাতালে মরার চেয়ে নার্সিংহোমে চোখ বোজা অনেক আরামের। ঘাটের নৌকায় মাঝি দু ঘা বসিয়ে দিলে সুবিচারের প্রার্থনা কীভাবে করতে হবে। ছাত্রের নকল ধরতে গিয়ে জীবন সংশয় উপস্থিত হলে পুলিশ এবং শিক্ষক সংগঠনকে কী ভাষায় লিখতে হবে। বৌ-এর হাতে ঠেঙানি খেয়ে আহত হলে বৌকে বাঁচিয়ে কীভাবে থানায় আবেদন জানাতে হবে।

ট্রেনের কামরায় এক তরুণ বইটি নেড়ে-চেড়ে দেখে ফেরত দিলেন। হবে না। বিক্রেতা শুধালেন, 'কেন?' তরুণ বললেন, 'পাড়ার বৌদিকে কীভাবে চিঠি লিখব, এতে নেই।' পাশের প্রৌঢ় চোখের কোণে বইটি লক্ষ করছিলেন, বললেন, 'আমারও চলবে না। পালানো বৌকে কী ভাষায় লিখে ফিরিয়ে আনব—তা লেখা নেই।' বিক্রেতা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কেন স্কুলের ছাত্রীবন্ধুকে লিখবার ভাষা দেয়া আছে, ওতেই মাত!' প্রৌঢ় জবাব দিলেন, 'যিনি আমার বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন, তিনি ঐ চিঠিটাই লিখেছিলেন। আমি দেখেছি।'


**জায়গা বিক্রী**

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরে ফৌজদারী কোর্ট সংলগ্ন বাসোপযোগী সাড়ে চার কাঠা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগ করুন।

মৃত্যুলা দাস, C/o. পঙ্কজকুমার দাস

॥ পিতৃ স্মৃতি ॥

গৌড় রোড, পোঃ মকদমপুর (মালদা)

**প্রীতি ও**

**সাদর সম্ভাষণ জানাই—**

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

**বন্ধু কর্ণার**

অজিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

### পার্ক বিতর্কে ক্ষিপ্ত পুরপতি ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

তবে গত ১৩ নভেম্বর '৯৬ পার্কের জন্য নির্দিষ্ট বালির চর জেলা পরিষদ সভাধিপতি, মৃগাঙ্কবাবু, মহকুমা শাসক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শনে যান। এরপর মহকুমা শাসক আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে প্রস্তাবিত পার্কে মোট ব্যয় ৫ কোটি টাকা বলে জানান। এছাড়াও গত ২৮ নভেম্বর '৯৬ বহরমপুর থেকে প্রকাশিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) মুখপত্র 'মুর্শিদাবাদ বার্তা'তেও পার্কের প্রাথমিক খরচ হিসাবে ১৮ লক্ষ টাকা জেলা পরিষদ থেকে খরচ হবে বলেও পত্রিকার প্রথম পাতায় সংবাদ প্রকাশ হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর '৯৬ 'আজকাল' পত্রিকা 'জেলা পরিষদ সূত্রে জঙ্গিপুরের প্রস্তাবিত পার্ক প্রকল্পের খরচ ৫ কোটি টাকা বলে জানা যায়'—বলেও সংবাদ প্রকাশ করে। তৎসত্ত্বেও পুরপতি স্থানীয় পত্রিকাগুলিকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করেন। এছাড়া পার্কের জায়গা পরিদর্শন, প্রকল্প রচনা, ৩-১২-৯৬ এ এক সভায় প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রকাশ করার পরও কোন সম্মেলন বা তা সভায় প্রকাশ না করে জনমনে ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টির পূর্ণ দায়ভার জঙ্গিপুর পুরসভার উপরেই বর্তেছে বলে অভিজ্ঞ মহল মত পোষণ করেন। পার্কের প্রকল্প কিভাবে রচনা করা হয়েছে বা এতে সম্ভবত লাভ ক্ষতির হিসাব প্রকল্প আধিকারিক শ্রীদে জানান। তিনি বলেন প্রকল্পে যে টাকা খরচ হবে তা চার বছরের মধ্যে উঠে আসবে বলে তিনি মনে করেন। এতে এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও পরিবর্তন হতে বাধ্য। চর ও সদরঘাটের মধ্যে চিংড়ি চাষ করা হলে তাতে কোন কেমিক্যালের প্রয়োজন হবে না। এখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে খুব সামান্য ( ৩০০ টাকা মত ) সাম্মানিকে কিছু স্বেচ্ছাসেবী পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে। এছাড়া শরৎ পণ্ডিতের জায়গায় এরকম প্রকল্প হোক তিনিও চান। হুগলীর বলাগড়ের সবুজ দ্বীপে নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পর্য্যটক আসেন তাতে ঐ ৪ মাসে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আয় হয় বলে হিমাংশুবাবু আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। তবে বলাগড়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও জঙ্গিপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এক নয়। সে প্রসঙ্গে পর্য্যটক আগমনকে তাঁরা এখন একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়েই রাখতে পারেন বলে জানা যায়। প্রয়োজনে পার্কের প্রকল্প যদি ব্যর্থও হয় তবে পার্কে বসানো প্রায় সব জিনিষকেই রিসেল করা যাবে। পার্কে প্রচুর পিকনিক স্পট, শৌচাগার, ডাষ্টবিন, টয়ট্রেন, উন্নত বনানী, পানীয় জল—সবকিছুরই ব্যবস্থা থাকবে। এরপর বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেবব্রত সাধু, অধ্যাপক অজিত মুখার্জী, পার্থসারথী নাথ, বিশ্বপতি চ্যাটার্জী, অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, হরি তেওয়ারী, জাগ্রত রায়, মির্জা নাসিরুদ্দিন, গৌতম রুদ্র, আশীষ ঘোষাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা কেউ দ্বীপের নাম 'নেতাজী' কেউ 'দাদাঠাকুর' এর নামে রাখার প্রস্তাব দেন। প্রায় বক্তাই পার্কের পক্ষে মত দিয়ে পুরসভাকে সংলগ্ন আরও কিছু দর্শনীয় জায়গার সংস্কারসাধন করে দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করার পরামর্শ দেন। সভায় পুরসভার অন্যান্য উন্নয়নের আলোচনা পার্ক বিতর্কে প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। কাশীনাথ ভকত, জাগ্রত রায় ও মির্জা নাসিরুদ্দিন পার্কের সঙ্গে পৌর এলাকার অন্যান্য উন্নয়নের ব্যাপারে পৌরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বক্তাদের মধ্যে স্থানীয় আর এস এস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী আশীষ ঘোষাল পৌরসভাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বিদ্রুপাত্মক ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখায় পুরপতি সময়াভাবের কারণ দেখিয়ে আশীষবাবুকে বাধা দিতে থাকেন। আশীষবাবু বলেন ১২৫ বছরের পুর এলাকায় মানুষ অনেক কিছু না পেয়ে হঠাৎ পার্ক হওয়ায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। জঙ্গিপুরের গর্ব শরৎ পণ্ডিতের বাজারপাড়ার বাড়ীর রাস্তা দেখলে অনেকেই লজ্জা পাবেন। পার্ক যেন স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনের মতো দায়সারা গোছের কাজ না হয়। বাণীকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক আশীষ রায় পুরপতির সংবাদপত্রগুলির উদ্দেশ্যে বিরক্তি প্রকাশকে অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করেন। সভার শেষে মৃগাঙ্কবাবু সব বক্তার বক্তব্যের উত্তর দেন। রাজ্যের পর্য্যটন দপ্তরের টাকা অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যায় না বলেও পুরপতি উপস্থিত ব্যক্তিদের মনে করিয়ে দেন। তবে প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫ কোটি বা ১৮ লক্ষ যাই-ই হোক না কেন, সেই টাকার ২৫ শতাংশ যে জঙ্গিপুর পুরসভার—সে প্রসঙ্গ মৃগাঙ্কবাবু এড়িয়ে যান।


বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯



আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
( সবজী বাজারের বিপরীত দিকে )
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস ( কলি ), পি. ই. টি ( ডাব্লু. টি ), এফ. ডাব্লু. টি ( আই. আর. সি. এস )
এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।
হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেণ্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেণ্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।